সংবাদ

তারিখ ...29.1.84...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...6...

018

গ্রন্থ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রাণবন্ত বিতর্ক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সদ্য প্রকাশিত "বাংলাদেশ: এরা শেখ মুজিবুর রহমান" গ্রন্থের পর্যালোচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত শুক্রবার বেশ প্রাণবন্ত বিতর্ক জমে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে। বইটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ইতিহাসের নায়ক বলে অভিহিত করে তাঁর আমলের ব্যর্থতাগুলো তুলে ধরা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ বক্তা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখকের সমালোচনা খণ্ডন করেন। পক্ষান্তরে কোন কোন বক্তা মুজিব আমলের কঠোর সমালোচনা করে তাঁর সরকারকে পুতুল সরকার বলে অভিহিত করেন। তবে সকলেই লেখকের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং স্বীকার করেন যে, এ ধরনের বই আরও লেখা হওয়া উচিত।

পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। অনুষ্ঠান চলাকালে জরুরী কাজে তিনি চলে যান। সভাপতিত্বের ভার দিয়ে যান ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেনের উপর। আলোচনায় অংশ নিয়ে সাবেক মন্ত্রী জনাব এ. এম. এ মুহিত স্বাধীনতা-উত্তরকালের যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ফেরত পাঠানো, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা, নির্বাচন অনুষ্ঠান, পাঁচশালা পরিকল্পনা রচনা, '৭৪ সালের শেষভাগ থেকে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুজিব সরকারের সাফল্যের প্রশংসা করেন। তিনি জনাব মওদুদের বিশ্লেষণকে সাবজেকটিক বলে অভিহিত করে বলেন, লেখক '৮২ সালের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে '৭২ সালের ঘটনাবলীকে সাজিয়েছেন। তবে তিনি বলেন যে, সমকালীন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে বিশেষত: জনাব মওদুদ নিজে যেখানে রাজনীতিবিদ, এধরনের ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন অস্বাভাবিক নয়।

সভাপতির ভাষণে জনাব আনোয়ার হোসেন বলেন, মুজিব এক বিস্ময়, মুজিব এক বিপ্লব। জীবিত অবস্থায় তাঁকে যারা বড় করতে চেয়েছেন, তারাই শেখ মুজিবকে হত্যার পর তাকে খর্ব করতে চান।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। জনাব মওদুদ আহমেদের গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে এই বইয়ে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং যে সব রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা নির্ভর করে শেখ মুজিবের ভূমিকা হত। এই দেশের ইতিহাসে শেখ মুজিবের কোন যুগ ছিল না। শেখ মুজিব ছিলেন "ইতিহাসের খেয়াল", ভারতের পুতুল সরকার হিসাবেই তিনি এই দেশ শাসন করেছেন। ইতিহাসের ফেনোমেনা তিনি নন, তিনি ইতিহাসের ফ্রিকস (খেয়াল)। আওয়ামীলীগ দল হিসেবে কখনো জাতীয়তাবাদী ছিল না তাঁর মতে শেখ মুজিবকে শহীদ বলা যায় না।

দৈনিক সংবাদ-এর সহকারী সম্পাদক শ্রী সন্তোষগুপ্ত বলেন যে, তথ্যগত কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। জনাব মওদুদ আহমেদের মূল্যায়নের সাথে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অন্যদের থাকতে পারে এবং আছে এটা স্বাভাবিক, তবে "তথাকথিত দোসর" (সো কল্ড কোলাবোরেটর) শব্দটি ব্যবহার একটি তথ্যকে অস্বীকার করার সামিল। শেখ মুজিবুর রহমান যা তাঁর জীবৎকালে করেছেন, তাতে সবাই সায় দিয়েছে। বিশেষত: বাকশালের প্রতি ব্যাপক সমর্থন তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাপক বিরোধিতায় পরিণত হয়, এজন্য শুধু একা শেখ মুজিবকে দায়ী করা ঠিক নয়। শেখ মুজিবের সারেণ্ডার-এর তথ্যটি আরো যাচাই করে দেখা উচিত। কারণ, এণ্ডারসন পেপারে এ ধরনের তথ্যের উল্টো বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে।

জনাব মওদুদ আহমদ তার তাঁর বইয়ের পর্যালোচনাকারীদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আমি সকলের সমালোচনা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান বিরাট নেতা ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাম রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে বিপুলভাবে এ বক্তব্যের প্রতি তিনি অটল আছেন।

গ্রন্থের প্রকাশক দি ইউনিভার্সিটি প্রেস-লি-এর ম্যানেজিং-ডাইরেক্টর জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ সভার প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন।

পর্যালোচনায় আরও অংশ গ্রহণ করেন, অধ্যাপক কে, এম মোহসীন, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক মহব্বত খান।